ইনকিলাব

তারিখ ..01 MAY 2013......
পৃষ্ঠা ......১৬ কলাম...৪......

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবনে ফাটল আতঙ্কে শিক্ষার্থী ও অভিভাবক

ফারুক হোসাইন : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবনে ফাটলের ঘটনায় আতঙ্কে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। ইতোমধ্যে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবনে ফাটলের কারণে বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। ঝুঁকিতে আছে নকশা লঙ্ঘন করা ভবনগুলো। ভবন নির্মাণে অনিয়ম, অননুমোদিত ভবন নির্মাণ ও অনুমোদিত নকশার লঙ্ঘনের ফলে যে কোন সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে মনে করেন অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, রাজধানীর মালিবাগের সাউথ পয়েন্ট স্কুল এন্ড কলেজের কয়েকটি ক্লাস রুমে একাধিক ফাটল দেখা দেয়ায় আগামী ৩ মে পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। একজন অভিভাবক জানিয়েছেন, এসএমএসের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ বন্ধের ঘোষণা জানিয়েছে। এসএমএসে বলা হয়েছে, ৫ম, ৮ম ও দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বাদে অন্য ক্লাসগুলো বন্ধ থাকবে। বন্ধের কারণ তারা জানাননি। ভিকারুন নিসা নূন স্কুলের সাবেক অধ্যক্ষ হামিদা আলী বর্তমান সাউথ পয়েন্ট স্কুলের অধ্যক্ষ।

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের মূল শাখার প্রধান ভবন শুধু ইটের গাঁথুনির উপর নির্মাণে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন অভিভাবকরা। অভিভাবকরা জানিয়েছেন, স্কুলের মূল ভবনের ১ম তলা থেকে ৫ম তলা পর্যন্ত শুধু ইটের গাঁথুনির ওপর নির্মিত হয়েছে। এতে ব্রিক বিল্ডিং এর স্থায়িত্ব ও ধারণ ক্ষমতা নিয়ে অভিভাবক মহলে আশংকা দেখা দিয়েছে এবং যে কোন সময় ভবনটি ধসে পড়ে মারাত্মক বিপর্যয় ঘটতে পারে। জানা যায়, ১৯৯৩-৯৪ অর্থ বছরে মূল ভবনটির ৪ তলা ফাউন্ডেশনের ওপর ৫ম তলা নির্মাণ করা হয়েছে। তাই এই ভবনটি জরুরি ভিত্তিতে দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রকৌশলীর মাধ্যমে ধারণ ক্ষমতা যাচাই ও পরীক্ষা করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে অভিভাবকরা।

রাজধানীর কাফরুল থানার ইব্রাহিমপুরের মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ২ নং শাখার ৬ তলা ভবনের অনুমোদন নিয়ে ১০ তলা নির্মাণ করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। জানা যায়, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ইব্রাহিমপুর শাখায় ৬ হাজার শিক্ষার্থী পড়াশুনা করছেন। এই প্রতিষ্ঠানের একটি ভবন শিক্ষক শাহআলমের কাছ থেকে ক্রয় করে নিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। ভবনটি রাজউকে ৬ তলার অনুমোদন নেওয়া হয়েছে। কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ তা কিনে নিয়ে এখন আগের ভবনের ওপরই ১০ তলা নির্মাণ করেছে। স্থানীয়রা অভিযোগ করেন, কেবলমাত্র বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সেই ভবনটি অনুমোদনহীনভাবে ১০ তলা নির্মাণ করা হচ্ছে। এতে যে কোন সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এবং বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এছাড়া রাজধানীর বাইরেও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবনে ঝুঁকিপূর্ণ ফাটল দেখা দিয়েছে। এতে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

ঠাকুরগাঁওয়ে রাণীশংকৈল উপজেলার ধামারণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একতলা ভবনে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভিমে ফাটল ও প্লাস্টার খসে নড়বড়ে হয়ে পড়া ক্লাস রুমেই চলছে ক্লাস গ্রহণ। প্রায় দুই শতাধিক কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থী এই প্রতিষ্ঠানের ভবনে ক্লাস করছে। শ্রেণী কক্ষের অভাবে প্রায় এক বছর ধরে এ ঝুঁকিপূর্ণ ভবনটিতে বাধ্য হয়েই ক্লাস নিচ্ছেন শিক্ষকরা। জানা যায়, রাণীশংকৈল উপজেলার ৪৫ নম্বর ধামারণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ১৯৬৩ সালে স্থাপিত হলেও ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এ ভবনটি পুনর্নির্মাণ করেন। এরপর ২০০৮ সালে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর সামান্য মেরামত করলেও পরবর্তীতে আর কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাজমা বেগম জানান, বিদ্যালয়ের একতলা ভবনটিতে দুই শিফটে শিশু ও প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর প্রায় দুই শতাধিক ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে শ্রেণী কক্ষের ছাদের প্লাস্টার খসে খসে পড়ছে। এছাড়া যে ভিমের সাহায্যে ছাদ তৈরি করা হয়েছে তাও ফাটল দেখা দেয়ায় প্লাস্টার খসে পড়ে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। একই জেলা সদরের রুহিয়া রশিদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পীরগঞ্জ উপজেলার আখুর বাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টিতেও বড় বড় ফাটল দেখা দিয়েছে। আখুর বাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অভিভাবক প্রতিনিধি মোকাজ্জল হোসেন খান জানান, ফাটলের কারণে বিদ্যালয় ভবনটি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ায় গত বৃহস্পতিবার থেকে সেখানে পাঠদান বন্ধ রয়েছে।

সিলেটে ঝুঁকিপূর্ণ মার্কেটেই চলছে লিডিং ইউনিভার্সিটি পাঠদান। দীর্ঘদিন ধরে ফাটল ধরা ভবনে বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষা কার্যক্রম চললেও সাভারে ভবন ধসের পর আন্দোলনে নেমেছে শিক্ষার্থীরা। ঝুঁকিপূর্ণ মার্কেট থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস সরানোসহ ৮ দফা দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে আসছেন তারা। তবে আন্দোলনের পরেও ভবনটি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় সরানোর কোন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। জানা গেছে, নগরীর বন্দরবাজারে শিল্পপতি, রাগীব আলীর মালিকানাধীন হকার্সবিশিষ্ট মধুবন সুপার মার্কেটের উপরের তিন তলায় লিডিং ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস অবস্থিত; যার চেয়ারম্যানও তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কক্ষের দেয়ালে ফাটল দেখা দেয়ায় দীর্ঘদিন ধরেই ক্যাম্পাস অন্যত্র সরানোর দাবি জানিয়ে আসছে শিক্ষার্থীরা। নিজস্ব ক্যাম্পাস না থাকায় গত বছর শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিশ্ববিদ্যালয়টিকে কালো তালিকাভুক্ত করে। লিডিং ইউনিভার্সিটির বিবিএ-এর ৮ম সেমিস্টারের এক শিক্ষার্থী জানান, টাইলস বসিয়ে ভবনের ফাটল ঢেকে রাখা হয়েছে। এ অবস্থায় ঝুঁকি নিয়ে শিক্ষার্থীরা মার্কেটটিতে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করছে। শিক্ষার্থীরা দীর্ঘদিন থেকে আন্দোলন করলেও ক্যাম্পাস স্থানান্তরের নামে কর্তৃপক্ষ টালবাহানা করছেন। তাই ক্যাম্পাস স্থানান্তরের একদফা দাবি নিয়ে শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে নামছেন।

লালমনিরহাট জেলার ওদোনের চওড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নির্মাণাধীন দ্বিতল ভবনে ফাটল দেখা দিয়েছে। অপরদিকে রেলওয়ে চিলড্রেন পার্ক উচ্চ বিদ্যালয়ের মূল ভবনের কয়েক জায়গায় ফাটল দেখা দেয়ায় কক্ষগুলোতে সিলগালা করে দিয়েছে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। জানা গেছে, লালমনিরহাট জেলা সদরের কুলাঘাট ইউনিয়নে প্রায় ১৩ লাখ টাকা ব্যয়ে পিইডিপি টু'র আওতায় ওদোনের চওড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি দু'শ্রেণী কক্ষ বিশিষ্ট পাকা ভবন নির্মাণ করা হয়। চলতি অর্থ বছরের এই ভবনটির উপরে পিইডিপি থ্রি'র আওতায় ২৯ লাখ টাকা ব্যয়ে একটি দ্বিতল ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে।